কালীগঞ্জে শেখ হেলালের মাতার স্মরণে দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাগেরহাট ১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলালের মাতা ও শহীদ আবু নাসের এর সহধর্মিনীর রূহের মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের কালীগঞ্জ শাখার কার্যালয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ এর সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের নির্দেশনায় এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আব্দুর রশিদ খোকনের আয়োজনে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক জিয়া কাশেম আজাদ, জাদোব বিশ্বাস, এনামুল হক আশু, মো আব্দুল মান্নান, মাসুদ রানা, কালীগঞ্জ পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কমিশনার তপন সাহেব, ৯নং ওয়ার্ডের কমিশনার মাজেদ আলীসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে বক্তারা শেখ হেলালের মাতার বর্ণাঢ্যময় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন।

ফুল বাগান রাতারাতি হয়ে গেল ভেষজ বাগান!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্লানিং) অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সাবরিনা ফ্লোরা।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় ডাঃ ফ্লোরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি ৪০ মিনিট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থান করেন। ডাঃ ফ্লোরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউট ডোর, ইনডোর, ফ্লু কর্ণার, আইসিডি কর্ণার সহ বিশেষ কর্ণার গুলো

পরিদর্শন করেন।

এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের আগমন উপলক্ষে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফুল বাগান রাতারাতি ভেষজ বাগানে পরিণত করেছেন কর্তৃপক্ষ। ফলে পরিদর্শনে অ-সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাঃ ফ্লোরা।

জানা যায়, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে একটি ভেষজ বাগান ছিল। যা কমপ্লেক্সের নতুন ভবন নির্মাণ করতে গিয়ে কেটে ফেলা হয়। হঠাৎ করে ডাঃ ফ্লোরা পরিদর্শনে আসবেন এমন সংবাদে ভেষজ বাগান দেখাতে গিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থাকা ফুল বাগানকে ভেষজ বাগানে পরিণত করা হয়েছে।

পরিদর্শনের এক ফাকে ডাঃ ফ্লোরা দেখতে আসেন সেই ভেষজ বাগান। প্রশ্ন তোলেন বরাদ্দের টাকা নিয়ে। বলেন, ভেষজ বাগান নাই। তাহলে বরাদ্দকৃত টাকা দিই কেন ?

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অসংক্রামক রোগের পাইলটিং প্রজেক্ট পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক। পরিদর্শনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেও ভেষজবাগান নিয়ে অ-সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ভেষজ বাগান কেটে ফেলা হয়। এ জন্য ২০১৯ সালে বরাদ্দ আসে। এরপর আর কোন টাকা আসেনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফারুক হোসেন, মেডিকেল অফিসার ডাঃ কৃষ্ণ কমল পাল সাগর, ডাঃ নির্ঝর সাহা, ডাঃ রমিজ উদ্দিন তপু প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় শেখ রাসেল সেতুর কাছে আবার খনন, ভাঙনের শঙ্কা

কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতুর প্রতিরক্ষা বাঁধের ধস অব্যাহত আছে। সেতুর অদূরে গড়াই নদীর মাঝ বরাবর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) খননযন্ত্রে বালু তোলা হচ্ছে।

প্রায় দেড় মাস আগে সেতুর ১০০ মিটার ভাটিতে হরিপুর প্রান্তে প্রতিরক্ষা বাঁধে ফাটল ধরাতে সিমেন্টের ব্লক নদীতে চলে যেতে থাকে। সেতুর প্রায় ৮০ মিটারের মধ্যেই বাঁধ থেকে নদীতে নামার সিঁড়িটি পুরোপুরি ধসে গেছে। ওই এলাকায় ধস এখনও অব্যাহত আছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ হোসেন জানান, প্রতিদিনই নতুন নতুন ব্লক ধসে যাচ্ছে। ব্লকের নিচে কোনো জিও ব্যাগ নেই। দ্রুত জিও ব্যাগ ফেলে ধস ঠেকানো দরকার। তা না হলে সেতুটি ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়বে।

গড়াই নদীর ওপর শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৭ সালে এই প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

এলজিইডির কুষ্টিয়া কার্যালয়ের প্রকৌশলী জাহিদুর রহমান মণ্ডল বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, যেখানে ধস নেমেছে, ওই জায়গা বরাবর নদীতে পাউবোর একটি ড্রেজার দাড়ানো ছিল তিন দিন।’ নিচ থেকে বালু সরে গিয়ে এই জায়গায় ধস শুরু হয়। প্রতিরক্ষা বাঁধের ডিজাইনে নদীর বেডে নদীর দিকে দুই মিটার এবং বাঁধের দিকে দেড় মিটার করে জিও ব্যাগ ফেলা হয়।

কিন্তু ধসে যাওয়া ব্লকের নিচে কোনো জিও ব্যাগ দেখা যাচ্ছে না কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কাউরিংয়ে বালুর বস্তা নদীতে সরে গিয়ে থাকতে পারে।
তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়া অফিস থেকে পাঠানো প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর তার কাছে আরও কিছু তথ্য চেয়েছে, তিনি পাঠিয়েছেনও। তিনি আশা করছেন, শীঘ্রই সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ দল আসবে।

এদিকে নতুন করে ধসের জায়গা বরাবর মাঝ নদীতে ড্রেজারে বালু তোলা

হচ্ছে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে সেতুর হরিপুর অংশের শেষ মাথা বরাবর মোঃ আনোয়ার হোসেন ও তার শরিকদের ডোবা জমিতে বালু ফেলা হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন পাউবোতে ড্রেজার মেশিনের পাইপ লাইন স্থাপনের শ্রমিকদের সুপারভাইজার। তিনি বলেন, ‘পাউবো নদী থেকে তোলা বালু ফেলার জায়গা পাচ্ছে না। তাই আমাদের অনুরোধ করলে আমরা ডোবা ভরাট করতে রাজি হয়েছি।’

কুষ্টিয়ায় পাউবোর ড্রেজার বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তাজমীর হোসেন বলেন, প্রায় ৬০০ কোটি টাকার গড়াই নদী খনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ চলছে। তৃতীয় বছরের মতো এবারও শুষ্ক মৌসুমের খনন শুরু হয়েছে। খননের জন্য টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে যৌথ সার্ভে করা হয়েছে।

সার্ভে অনুযায়ী, নদীর ৪৪ কিলোমিটার খনন শুরু হয়েছে। এখানে শুধু শেখ রাসেল সেতু নয়, অনেকগুলো সেতু রয়েছে। সেতুর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রেখেই কাজ চলছে। সেতুর অনেক দূরে নদীর মাঝ বরাবর খনন চলছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে ড্রেজার দিয়ে কাজ করছি, তা আধুনিক মানের। এটি নদীর তলদেশের মাটির নকশা মোতাবেক কেটে এগোতে থাকে। এতে ধসে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’

সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬০৪ মিটার ও প্রস্থ ৬ দশমিক ১ মিটার। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৭৮ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে সেতুটি উদ্বোধন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় শিশু কেন্দ্রীক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট

প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ’র উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় “তথ্য-উপাত্ত নির্ভর শিশু কেন্দ্রীক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ”র উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দিনব্যাপী সার্কিট হাউজ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার আয়োজনে, ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ কার্যক্রম দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের (এনআইএলজি) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক) যুগ্ম সচিব মোঃ বোরহান উদ্দিন ভূঁঞা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক(উপ-সচিব) মৃনাল কান্তি দে।

প্রশিক্ষণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা রেজিস্ট্রার অফিস পরিদর্শন করলেন ডিসি

কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রার অফিস পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হেসেন। গতকাল বুধবার দুপুরে তিনি জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে যান। সেখানে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা

রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় তিনি কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর নির্দেশনা দেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার প্রভাকর সাহা, সদর সাব-রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ, কুমারখালী সাব-রেজিস্ট্রার মকছু মিয়া, দৌলতপুর সাব-রেজিস্ট্রার বিলকিছ আরা, জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের প্রধান সহকারী ইব্রাহিম হোসেন, সদর অফিস সহকারী রফিকুল ইসলামসহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সাদাত উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, এখন থেকে রেজিস্ট্রি অফিসে যে সকল জমি রেজিস্ট্রি হবে তার দলিল তৈরি করার পর গ্রহীতাদের মাঝে দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। কোন গ্রাহক জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে দুর্নীতি ও ভোগান্তির শিকার যেন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, জেলার সকল জমি ক্রেতা-বিক্রেতা আপনারা নিজেরাই জমি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে জমি রেজিস্ট্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন। জমি রেজিস্ট্রির জন্য সাব-রেজিস্ট্রার কাগজপত্র যাচাই-বাচাই করে আপনার দলিল সম্পাদন করে দিবে। কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারী ফি ছাড়া অতিরিক্ত টাকা কোথাও প্রদান করবেন না বলে তিনি জানান। শেষে তিনি পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।

দামুড়হুদায় ৫০ মিটারের ব্যবধানে ২টা ইট ভাটা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুরে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে, কৃষি জমিতে ৫০ মিটারের ব্যবধানের মধ্যে গড়ে উঠেছে দুইটি ইট ভাটা।

পরিবেশ অধিদপ্তরে নাম মাত্র আবেদন করে ছাড় পত্র ছাড়াই ইট ভাটা মালিকরা আবাদি জমি ও জনবসতি এলাকায় রাত দিন ইট পোড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইট ভাটার বিষাক্ত ছাই ও কালো ধোঁয়ায় ফলন হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শত শত একর জমির বোরো ধান, রবিশস্য, এবং আমসহ বিভিন্ন ফসলের।

সেই সাথে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে ইট ভাটার পাশ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রাম পুর-তারিনী পুর গ্রামে বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে মেসার্স নিউ শেখ ব্রিকস ও হেড ব্রিকস নামের দুইটি ইট ভাটা গড়ে উঠেছে।

এসব ইট ভাটার একটিও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, পরিবেশ অধিদপ্তরের নাম মাত্র আবেদন করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে চলছে ইট পোড়ানোর কাজ। ইট ভাটার আয়তন দুই একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নিয়ম থাকলেও বিস্তৃর্ণ এলাকা দখলে নিয়েছেন তারা। ভরাট করেছেন পানি নিষ্কাশনের পথ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইট ভাটার মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছেন না।

জয়রাম পুরের কৃষক বজলু, তাহের, রমজান, মনিরুল, জানান ইট ভাটার মালিকরা জমি ভাড়া নিয়ে ইট পোড়ানোর কাজ করছেন। এসব ইট ভাটার কালো ধোঁয়ায় পাঁচ ছয় বছর ধরে বোরো ও আমন ধানের ফলন বিঘা প্রতি ছয় সাত মণ কমে এসেছে, ভাটার কালো ধোঁয়া সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে বিভিন্ন বাগানের, ধোঁয়ার বিষক্রিয়ায় কয়েক বছর ধরে এ এলাকায় আম, কাঁঠাল, নারকেল সহ বিভিন্ন ফল ধরাও কমে গেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, জমির উপরিভাগের মাটি দিয়ে ইট তৈরি করার কারণে ওই এলাকার জমির উর্বরা শক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে, এটা কৃষির জন্য মারাত্মক হুমকি, শিগগিরই দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ঝিনাইদহে জেলা বিএনপির সাথে কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাথে কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের এইচএসএস সড়কে দলটির কর্যালয়ে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদুজ্জামনা মনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেক দলের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব জামির হোসেন,

খুলনা বিভাগীয় সহ-সভাপতি তৈয়বুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক ডি জেড এম হাসান বিন শফিক, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন নিটোল, আকরাম হোসেন, খুলনা বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গালিব ইমতিয়াজ নাহিদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শহীদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান জাপান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম পলাশ, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান, এ্যাড, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু।

বক্তারা, দলকে সুসংগঠিত করে আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রাম সফল করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে আবাদি জমিতে খাল

খননের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঝিনাইদহে আবাদি জমিতে বিএডিসি কর্তৃক খাল খননের সিন্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে সিন্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় সদর উপজেলার বাগডাঙ্গা, নাচনা, বদনপুর ও হামদরডাঙ্গা গ্রামের শত শত কৃষক অংশ নেয়।

বাগডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মকলেচুর রহমান নামের এক কৃষক বলেন, ৪ গ্রামের মাঝে অবস্থিত বিলে বিএনডিসি খাল খননের সিন্ধান্ত নিয়েছে। খাল খনন করা হলে আবাদি জমি নষ্ট হবে।

নাচনা গ্রামের জাহিদুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে আমাদের জমিতে ৩ টি ফসল হয়। সরকার যে খাল খননের সিন্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে আমাদের জমির ফসল হবে না। অনেকেই ৫ বা ১০ কাঠা জমি আছে। সেখানে খাল খনন করা হলে অনেকে না খেয়ে মরবে।

বিক্ষোভ থেকে কৃষকরা খনন না করার দাবি জানান। পরে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্বারকলিপি পেশ করেন।

হাজারো মানুষের শ্রদ্ধায় সমাহিত হলেন ভাষা সৈনিক মুসা মিয়া

হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবসায় সমাহিত হলেন ভাষা সৈনিক, শিক্ষানুরাগী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাহিদ হোসেন মুসা মিয়া (৮৮)। তিনি বার্ধ্যকজনিত কারণে রাজধানীর এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দুপুরে ইন্তেকাল করেন।

গতকাল বুধবার বাদ জোহর ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ

মাঠের ঈদগাহ ময়দানে মরহুমের দ্বিতীয় জানাযার নামাজে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকায় তাঁর প্রথম জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা সৈনিক জাহিদ হোসেন মুসা মিয়া’র মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিরিক্ত সচিব হাসনুজ্জামান কল্লোল, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা পরিষদ সচিব রেজা ই রাফিন সরকার, সাবেক এমপি শহিদুজ্জামান বেল্টু, মসিউর রহমান,

জেলা বিএনপি’র আহবায়ক এস এম মশিউর রহমান, এছাড়াও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ঝিনাইদহ পৌরসভা,ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব, সদর ও হরিনাকুন্ডু উপজেলা পরিষদ, জেলা ছাত্র লীগ, ছাত্র দল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সদর হাসপাতাল, শহরের স্কুল ও কলেজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের মানুষ।

তিনি ঝিনাইদহের বিশিষ্ঠ দানবীর, শিক্ষা অনুরাগী ও রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর চেয়ারম্যান নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এর পিতা। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, ২ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিম খানা প্রতিষ্ঠাসহ তার সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান জাহেদী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার কারণে তিনার কথা সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে।

জানাযা শেষ ঝিনাইদহ শহরের মহিষাকুণ্ডু পারিবারিক বকরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো

জায়গা নেই : আইজিপি

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। কোনো পুলিশ সদস্য অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই। পুলিশ হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত।’

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আইজিপি এ আহ্বান জানান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে (ডিএমপি) কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই), সার্জেন্ট ও পরিদর্শকদের কল্যাণ ও জনসাধারণের সঙ্গে আচরণবিধি নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আইজিপি আরও বলেন, পুলিশ সদস্যদের মনোজগতের পরিবর্তন দরকার, দরকার তাদের আচরণের পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মানুষের ওপর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে আইনি সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত আইজি ড. মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, এসবি প্রধান মীর শহীদুল ইসলাম, সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।